

## চতুর্থ অধ্যায়

### বিবর্তনের দৃষ্টিতে সমকামিতা

#### প্রাকৃতিক নির্বাচন এবং সমকামিতা

এ অধ্যায়ে আমরা আবারো যৌনপ্রজ এবং অযৌনপ্রজদের গল্পে ফিরে যাব। বিবর্তনের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে যৌনপ্রজদের যাবতীয় কাজ-কর্ম যে বিশ্বংসী রকমের অপচরী তা আগেই উল্লেখ করেছি (প্রথম অধ্যায় দ্রঃ)। বিখ্যাত জীববিজ্ঞানী প্রফেসর রিচার্ড ডকিন্স এই অপচরী প্রক্রিয়ার ‘তান্ডব’ দেখে এক সময় মন্তব্য করেছিলেন, কোন প্রজাতি যদি একবার কোনভাবে যৌনপ্রজ থেকে অযৌনপ্রজয় রূপান্তরিত হয়ে যায়, তবে সে প্রজাতিতে আর মনে হয়না সেক্স আবার কখনো ফেরৎ আসবে- ‘স্ট্যাটিস্টিকালি ইম্প্রোবাবেল’। ফরাসী ফসিলবিদ লুইস ডোল্লোর অনুকল্প যদি সঠিক হয়ে থাকে (বিবর্তনের কোন ধারা যদি একবার ভেঙ্গে যায়, তা আর নতুন করে কখনো গজাবে না), তবে অপচয়ব্রবণ সেক্সের আবার সেই প্রজাতিতে ফেরৎ না আসারই কথা। এখন, যৌনপ্রজদের যৌনতার ব্যাপারটা যদি এত নিকৃষ্ট এবং অপচয়ব্রবনই হয়ে থাকে তবে তারা এত ঢালাওভাবে প্রকৃতিতে টিকে আছে কি করে? যৌনপ্রজদের নামে এত গীবৎ গাওয়ার আর অযৌনপ্রজদের এত গুণগান করার পরও দেখা যাচ্ছে প্রকৃতির উচ্চশ্রেণীর জীবজগতের শতকরা নিরানব্বই ভাগই ‘অযৌনপ্রজ’ নয়, বরং ‘যৌনপ্রজ’। কেন এমন হল? ব্যাপারটা জীববিজ্ঞানীদের কাছে অনেকটা ধাঁধার মত। ধাঁধার উত্তর বহু গবেষক অনেকভাবে দিতে সচেষ্ট হয়েছেন। কেউ বলেছেন, নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে খারাপ দেখালেও হয়ত যৌনতার ব্যাপারটা দলগতভাবে সেরকম খারাপ নয়, বরং টিকে থাকার ক্ষেত্রে এটি কোন বাড়তি সুবিধা দেয়। অনেক বিজ্ঞানীর মতে, সেক্স জিনিসটা জীবজগতে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে জেনেটিক প্রকারণ (variation) বা ভিন্নতা তৈরি করে, যা বিবর্তনের অন্যতম চালিকাশক্তি। কথাটার মাঝে যে কিছুটা হলেও সত্যতা নেই তা নয়। এটা ঠিক পার্থেনোজেনেসিস নামধারী অযৌনপ্রজদের প্রাকৃতিক ক্লোনিং প্রক্রিয়ায় কোন রকম বংশগত ভিন্নতা বা বৈচিত্র্য থাকে না, কারণ, এরা কেবলমাত্র মায়ের একই জেনেটিক বৈশিষ্ট্য নিয়েই জন্মায়। যার ফলে জন্মানো সবাই - ছেলে, নাতি, পুত্র, জ্ঞাতীগোষ্ঠি - বংশগতভাবে একই হয়, যতক্ষণ পর্যন্ত সেখানে কোন মিউটেশন না ঘটে এবং তা

বংশপরম্পরায় চালিত না হয়। বিজ্ঞানীরা ধারণা করেন, জেনেটিক প্রকারণ না থাকায়, হঠাৎ করে পরিবেশে কোন পরিবর্তন ঘটলে তারা এর সাথে সহজে খাপ খাওয়াতে পারে না। ফলে কোন প্রাকৃতিক দূর্যোগে যেমন খাদ্যাভাব বা রোগবাহাইয়ের আগমনে এরা নিজেদের সহজে রক্ষা করতে নাও পারতে পারে যা হতে পারে প্রজাতির বিলুপ্তির কারণ। আবার, কখনো কোন কারণে এদের বংশধারার মধ্যে একবার কোন ক্ষতিকর মিউটেশনের জন্ম হলে, (জেনেটিক প্রকারণ না থাকায়) তারা এই ক্ষতিকর মিউটেশনটি বহন করে যাবে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে। কিন্তু তারপরও শুধুমাত্র ‘জেনেটিক ভ্যারিয়েশনের’ ধূয়া তুলে নিতান্ত অপচরী এই মাধ্যমের টিকে থাকার ব্যাপারটাকে ব্যাখ্যা করাকে অনেক গবেষকই মেনে নিতে পারেন নি। সাসেক্স ইউনিভার্সিটির জীববিজ্ঞানের অধ্যাপক জন মায়নার্ড স্মিথ<sup>১</sup>, সেই ১৯৭৮ সালে একটি বই লিখেছিলেন - ‘ইভল্যুশন অব সেক্স’<sup>১</sup> নামে। সেখানে তিনি সেক্স বা যৌনতার ব্যাপারে জীববিজ্ঞানের চিরায়ত ব্যাখ্যাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেন এই বলে যে, শুধু জেনেটিক প্রকারণ যৌনতার টিকে জন্য উপযুক্ত ব্যাখ্যা হতে পারে না। মায়নার্ড স্মিথের মত ইউনিভার্সিটি অব অ্যারিজোনার বিবর্তনীয় জীববিদ্যার অধ্যাপক রিচার্ড মিকন্ডও মনে করেন, শুধু জেনেটিক প্রকারণ দিয়ে সেক্সকে ব্যাখ্যা করার সনাতন প্রচেষ্টা সঠিক নয়<sup>২</sup>। তাহলে সেক্সের উদ্দেশ্য কি? হোয়াট ইজ দ্য পারপাস অব সেক্স? সত্যি বলতে কি ব্যাপারটি এখনো জীববিজ্ঞানীদের কাছে ধাঁধা হয়েই রয়েছে, কিন্তু সেখানে যাবার আগে সেক্স বা যৌনতার অপচরী মনোবৃত্তির নমুনাটা আমরা আরেকবার দেখি, এবার একটু অন্যভাবে।

মানুষের কথাই ধরা যাক। একটি সুস্থ ‘যৌনপ্রজ’ দম্পতি তাদের দীর্ঘ জীবনে গড়ে প্রতি সপ্তাহে একবার করে তিরিশ-চল্লিশ বছর ধরে সঙ্গম করে থাকে। কিন্তু সে হিসেবে তাদের বাচ্চা কাচ্চার সংখ্যা থাকে নিতান্তই নগন্য - দুইটি কি তিনটি। উন্নত বিশ্বে এখন এমন দম্পতিও আছে যারা বাচ্চা কাচ্চা একেবারেই নেয় না। সে সব বহু দেশেই জন্মহার এখন পড়তির দিকে। বুঝলাম, আজকাল কৃত্রিম জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির মাধ্যমে বাচ্চা-কাচ্চার সংখ্যা কমিয়ে আনা হয়েছে। কিন্তু পঞ্চাশ বা একশ বছর আগের উদাহরণ দেখলেও দেখা যায় যে, কোন জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ছাড়া ও কোন মানব দম্পতির খুব বেশী হলে ১২-১৪ টা ছেলেমেয়ে হত। তাদের মধ্যে অনেকেই আবার বড় হওয়ার আগেই বিভিন্ন রোগেশোকে মৃত্যুবরণ করতো। কাজেই যৌনতার ‘একমাত্র’ উদ্দেশ্য যদি কেবল পরবর্তী প্রজন্মে ‘জিন সঞ্চালন’ হয়ে থাকে, তবে বলতেই হয় এই আনাড়ি পদ্ধতিটি নিসন্দেহে একটি ‘অকর্মার ধাড়ি’। শুধু মানুষ নয়, হাতী, গরিলা, গুয়োর, ঘোড়াদের ক্ষেত্রেও লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, তারা যৌন সংসর্গে যে পরিমাণে সময় ও শক্তি ব্যয়

<sup>১</sup> John Maynard Smith, *The Evolution of Sex*, Cambridge University Press; 1978।

<sup>২</sup> Richard E. Michod, *Eros and Evolution: A Natural Philosophy of Sex*, Perseus Books, 1996

করে সে তুলনায় ভবিষ্যত প্রজন্ম তৈরি করতে পারে একদমই কম। বিজ্ঞানীরা বলেন, সারা জীবনের নব্বইভাগ যৌনসংসর্গেই কোন ধরনের অযাচিত গর্ভধারণের ভয় থাকে না। আর সমকামিতার উদাহরণ হাজির করলে তো সেক্সের মূল উদ্দেশ্যকেই প্রশ্নবিদ্ধ করতে হয়। সেক্সের একমাত্র উদ্দেশ্য যদি কেবল ভবিষ্যত প্রজন্ম টিকিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে 'জিন সঞ্চালন' হয়ে থাকে, তবে সমকামীরা নিঃসন্দেহে “বায়োলজিকাল ডেড এন্ড”- এ। আর অনেক বিবর্তনবাদীরাই সেজন্য খুব যান্ত্রিকভাবে ডারউইনবাদকে সমকামিতার বিরুদ্ধে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেন। আর এমন সমস্ত ‘যুক্তি’ উপস্থাপন করা শুরু করেন যখন মনে হয় তাদের জায়গা ওই ধর্মাত্মক মৌলবাদীদের সাথে একই বিছানায়! অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ওই ‘যান্ত্রিক’ ডারউইনবাদীরা সেক্সুয়াল সিলেকশন বা যৌন-নির্বাচনের ধূয়া তুলে সমকামিতাকে অস্বীকার করেন, কিংবা বলার চেষ্টা করেন এরা প্রকৃতির এক ধরনের বিচ্যুতি (aberration)। ভাবখানা যেন, ওই দু’চারটা সমকামীদের নিয়ে অতটা চিন্তা আমাদের না করলেও চলবে!

কিন্তু সত্যই কি তাই? তারা সমকামীদের সংখ্যা ‘দু-চারটি’ বলে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিলেও বাস্তবতা কিন্তু ভিন্ন। ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিজ্ঞানী আলফ্রেড কিন্সের রিপোর্ট অনুযায়ী প্রতি দশ জন ব্যক্তির একজন সমকামী<sup>3</sup>। অর্থাৎ, জনসংখ্যার শতকরা প্রায় দশভাগই ওই যান্ত্রিক ডারউইনবাদীদের আভিলাসে ছাই দিয়ে অর্থাৎ জীন সঞ্চালনের ‘মহৎ’ প্রবৃত্তিকে অস্বীকার করে টিকে আছে। কিন্সের গবেষণা ছিল সেই চল্লিশের দশকে। সাম্প্রতিক কালে (১৯৯০) ম্যাকহুটার, স্টেফানি স্যান্ডার্স এবং জুন ম্যাকহোভারের গবেষণা থেকে জানা যায়, পৃথিবীতে শতকরা প্রায় চোদ্দ ভাগের মত সমকামি রয়েছে<sup>4</sup>। ১৯৯৩ সালের ‘জেনাস রিপোর্ট অন সেক্সুয়াল বিহেভিয়ার’ থেকে জানা যায়, পুরুষদের মধ্যে প্রায় শতকরা নয় ভাগ এবং মহিলাদের মধ্যে শতকরা ৪ ভাগ সমকামি রয়েছে<sup>5</sup>। কাজেই সংখ্যা হিসেবে সমকামীদের সংখ্যাটা কিন্তু এ পৃথিবীতে খুব একটা কম নয়। সায়েন্টিফিক আমেরিকান মাইগু-এর ২০০৬ এর একটি ইস্যুতে সমকামীদের সংখ্যা সমগ্র জনসংখ্যার ৩ থেকে ৭ ভাগ উল্লেখ করা হয়েছে<sup>6</sup>। কিন্তু এ কথা বলতেই হবে, পরিসংখ্যানগুলোর পরিসীমা একে অন্যের খুব কাছাকাছি (মোটামুটি

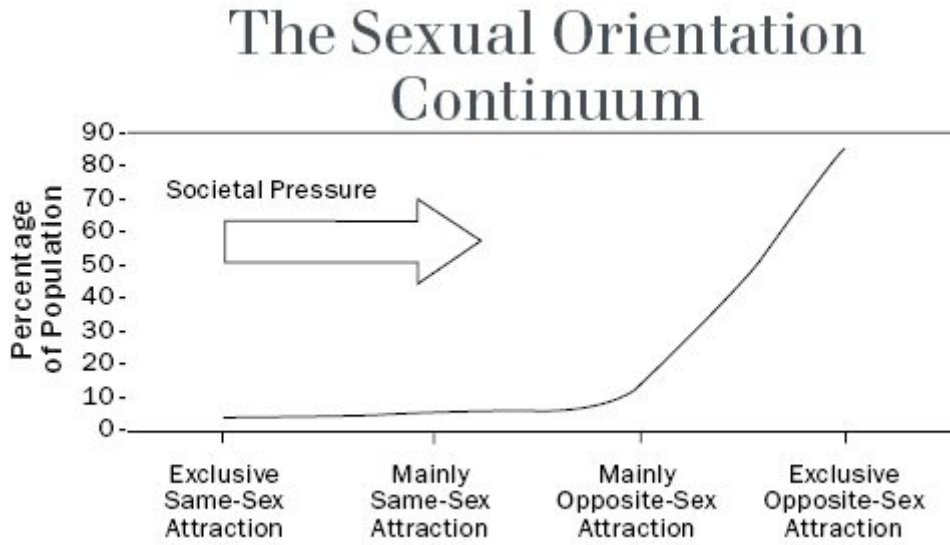
<sup>3</sup> Wardell B. Pomeroy, Clyde E. Martin, Alfred C. Kinsey Paul H. Gebhard , *Sexual Behavior in the Human Female, AND Sexual Behavior in the Human Male*, W. B. Saunders Company , 1953

<sup>4</sup> David P. McWhirter, Stephanie A. Sanders and June Machover Reinisch, *Homosexuality/Heterosexuality: Concepts of Sexual Orientation*, Oxford University Press, USA, 1990

<sup>5</sup> Samuel S. Janus and Cynthia L. Janus, *The Janus Report on Sexual Behavior*, Wiley, March 1994.

<sup>6</sup> Robert Epstein, *Do Gays Have a Choice? Science offers a clear and surprising answer to a controversial question*, Scientific American Mind, February 2006।

৫- ১৫ ভাগ) হলেও কোনটাই হয়ত প্রকৃত অবস্থা নির্দেশ করছে না। কারণ সামাজিক একটা চাপ সবসময়ই থেকে যায় সমকামিতাকে নিরুৎসাহিত করে বিষমকামিতাকে উৎসাহিত করার। রক্ষণশীল সমাজে এই চাপ আরো প্রবল। ফলে অনেক সময়ই দেখা যায় সমাজের চাপে একজন প্রকৃত সমকামি বিষমকামী হয়ে জীবন যাপন করতে বাধ্য হচ্ছেন। স্বামী কিংবা বউ বাচ্চা নিয়ে সংসার করছেন। এদের বলা হয় নিভৃত সমকামী (closet gay)। বাংলাদেশের একজন প্রখ্যাত মানবাধিকার কর্মীর কথা জানি যিনি নিভৃত সমকামী হয়ে তার স্ত্রীর সাথে বিবাহিত জীবন যাপন করছেন।



চিত্র: আমাদের সমাজে সবসময়ই একটা চাপ থাকে সমকামীদের নিরুৎসাহিত করে বিষমকামের দিকে ঠেলে দেওয়ার।

আরেকজন ‘বিবাহিত সমকামীর’ কথা পড়েছিলাম একটি কেস স্টাডিতে। উনি দিল্লিতে বসবাসরত দন্ত চিকিৎসক। নাম রমেশ মন্ডল। নিজে সমকামী। কিন্তু পারিবারিক চাপে পড়ে তাঁকে একসময় বিয়ে করতে হয়। কিন্তু স্ত্রীর সাথে তার সম্পর্ক স্রেফ যান্ত্রিক। তিনি তার যৌনচাহিদা নিরসন করেন গোপনে তার এ সমকামী বন্ধুর সাথে। কখনো-সখনো জব্বলপুর, কোলাপুরে চলে যান। তার স্ত্রী আজও এ ব্যাপারটি জানেন না। সম্পূর্ণ মিথ্যার উপরে দাঁড়িয়ে আছে রমেশের দাম্পত্য জীবন। আরেক সমকামি ভদ্রলোক নীতিন দেশাই স্ত্রীকে ফাঁকি দিয়ে প্রায়ই চলে যান মুম্বই- এর চৌপাটির সমুদ্র সৈকতে। কারণ সহজেই অনুমেয়।

অনেক পাঠক হয়ত পাকিস্তানী সমকামী কবি ইফতি নাসিমের<sup>7</sup> ব্যক্তিগত জীবনের সমপ্রেমের মর্মস্তুদ কাহিনী জানেন। কবি নাসিম ছোটবেলা থেকেই তার সমবয়সী একটি ছেলের সাথে প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন। তারপর দুই কিশোর কৈশোরকাল অতিক্রম করে বড় হলো। পড়াশুনার পাঠ চুকিয়ে তারা তখন প্রতিষ্ঠিত হবার পথে। তখন স্বাভাবিকভাবেই বাসা থেকে এল বিয়ের চাপ। এমন কি ইফতির বন্ধুটির বাসার লোকজন মেয়ে টেয়ে দেখে তার বিয়ে পর্যন্ত ঠিক করে ফেলল। ইফতির বন্ধু সেদিন তার সমকামী মানসিকতার কথা বাসায় খুলে বলতে পারেন নি। আর তাছাড়া পাকিস্তানী গোড়া মুসলিম সমাজে বড় হবার কারণে কোরাণের সমকামিদের প্রতি ঘৃণা-উদ্বেককারী আয়াতগুলোর কথাও তার ভালই জানা ছিলো। ফলে যা হবার তাই হল। বেশ ধূম ধাম করে বিয়ে হল ওই বন্ধুর। সে বিয়েতে ইফতিও আমন্ত্রিত হয়েছিলেন এবং হাজিরও ছিলেন। ফুল শস্যার রাতে বন্ধুর বাড়িতে ইফতি ছিলেন। যে মানুষটির সাথে তার এতদিনের প্রেমের সম্পর্ক, সে মানুষটি সমাজের চাপে পড়ে এক অচেনা নারীর বাহুল্য হবেন, এ চিন্তা তাকে ক্ষত বিক্ষত করে ফেলল - ‘আজকে রাতে তুমি অন্যের হবে, ভাবতেই চোখ জলে ভিজে যায়!’ সারা রাত তিনি ঘুমাতে পারলেন না। এ পাশ ও পাশ করে কাটালেন। শেষ রাতে হঠাৎ দরজায় ধাক্কা। হুড়মুড় করে বিছানায় উঠে বসলেন ইফতি। দরজা খুলে ইফতি দেখলেন- অসহায়ভাবে বাইরে তার বন্ধু দাঁড়িয়ে আছে। দু’জনেই নির্বাক।

হারুণ নামে (আসল নাম নয়) আমাদের খুব কাছের একজন মুক্তমনা সদস্য সমকামী। খুব ছোটবেলায় পাড়ার এক সমকামী হুজুরের পাল্লায় পড়েন। কিছুদিন পরে সে সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে এলেও পরে কৈশোরোত্তীর্ণ যুবক বয়সে তার খুব কাছের এক বন্ধুর সাথে সমকামিতার সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন। কিন্তু বাংলাদেশের পরিবেশ পরিস্থিতি এবং সামাজিক আইন কানূনের কথা বিবেচনা করে তারা এক সাথে থাকতে পারেননি। সেই বন্ধু তারপর তার বোনকে বিয়ে করেন। বিয়ের কারণ হিসেবে বন্ধুটি হারুণকে বোঝান যে, এর ফলে তারা ‘বৈধভাবেই’ সম্পর্ক তৈরী করে বাসায় থাকতে পারবেন। স্বাভাবিকভাবেই সেই সম্পর্কও টেকেনি। বন্ধুটি তারপর থেকেই হয়ে ওঠেন চরম প্রতিহিংসাপরায়ণ। হারুণ হয়ে ওঠেন প্রতিহিংসার প্রধাণতম টার্গেট। খুনের হুমকি, ধামকি সম্পত্তি দখল সহ নানা জিঘাংসার স্বীকার হন তিনি। শেষ পর্যন্ত দেশত্যাগ। আজকে তিনি ইউরোপের একটি দেশে বসবাস করছেন তার এক সমকামী সাথীর সাথে।

শুধু বাংলাদেশ, ভারত বা পাকিস্তানে কেন, খোদ আমেরিকাতেও একই অবস্থা। অনেক পাঠকই হয়ত ২০০৮ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ‘মিল্ক’ ছবিটি দেখেছেন। ছবিটি আমেরিকার প্রথম

<sup>7</sup> পাকিস্তানী কবি, নরমান সহ অন্যান্য কাব্যপুস্তক প্রণেতা। এই বইয়ের নবম অধ্যায়ে ইফতি নাসিমের কবিতা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এ ছাড়া দেখুন, [http://www.gllhalloffame.org/index.pl?todo=view\\_item&item=91](http://www.gllhalloffame.org/index.pl?todo=view_item&item=91)



নির্বাচিত সমকামী রাজনীতিবিদ হার্ভে মিল্কের (১৯৩০- ১৯৭৮) জীবনের উপর ভিত্তি করে রচিত। এ ছবিটি দেখলে বোঝা যায়, কত প্রতিকূল অবস্থা অতিক্রম করে মিল্ককে সে সময় নির্বাচিত হতে হয়েছিলো; কিন্তু নির্বাচিত হতে গিয়ে তিনি আপোষ করেননি, সমকামিতাকে ‘নিভৃত কক্ষে’ আটকে রাখেননি, বরং মানবাধিকারের দৃষ্টিকোণ থেকে একে আন্দোলনের এক হাতিয়ারে পরিণত করেছেন<sup>৪</sup>। ‘মিল্ক’ চরিত্রে অভিনয় করে শন পেন শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হিসেবে অস্কার পেয়েছেন। সমাজে ইফিতি নাসিম বা মিল্কের মত লোকদের ‘কামিং আউট অব ক্লোসেট’ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

মানুষের কথা বাদ দেই, প্রানীজগতেও কিন্তু সমকামীদের সংখ্যা নেহাৎ মন্দ নয়। গবেষকরা অনেকদিন ধরেই এ নিয়ে গবেষণা করছেন। প্রসঙ্গতঃ লু হুজি, কর্ণেল লক, জিউনার, জুরের, হাবাক, উইলিয়ামস, শের জং, জেন গুডোয়ল প্রমুখ বিজ্ঞানীদের অক্লান্ত পরিশ্রমলব্ধ গবেষণার কথা উল্লেখ করা যায়<sup>৯</sup>। এদের গবেষণার মধ্য দিয়ে উঠে আসতে থাকে প্রানীজগতের নানা অজানা তথ্য। আবার অন্যদিকে অ্যালেন, প্রেনটিস, অ্যালেন লিস, জেমসন, মারফি প্রমুখ বিজ্ঞানীরা প্রানীজগতের যৌনতা বিষয়ে ব্যাপক গবেষণা চালিয়েছেন। তাদের গবেষণায় প্রানীজগতে সমকামিতার সুস্পষ্ট নিদর্শন ধরা পড়ে। সে নিদর্শনগুলোর নমুনা জানতে চাইলে পাঠকেরা জীববিজ্ঞানী ব্রুস ব্যাগমিলের লেখা ‘বায়োলজিকাল এক্সুবেরেন্স : এনিমেল হোমোসেক্সুয়ালিটি এন্ড ন্যাচারাল ডাইভার্সিটি’<sup>১০</sup> বইটি পড়ে দেখতে পারেন। বইটিতে ব্রুস ব্যাগমিল প্রকৃতিতে যে সমস্ত প্রজাতিতে সমকামিতা এবং রূপান্তরকামিতার অস্তিত্ব সনাক্ত করেছেন, সেগুলো নীচে দেওয়া হল :

### সারণী ৪.১ প্রকৃতিজগতের সমকামী এবং রূপান্তরকামী প্রজাতির আংশিক তালিকা

Homosexual / Transgender Species			
1. Acanthocephalan Worms	161. Gorilla	322. Przewalski's Horse	
2. Acorn Woodpecker	162. Grant's Gazelle	323. Pukeko	
3. Adelie Penguin	163. Grape Berry	324. Puku	
4. African Buffalo	Moth	325. Purple Swamphen	
5. African Elephant	164. Grape Borer	326. Pygmy Chimpanzee	
6. Agile Wallaby	165. Gray-breasted Jay	327. Queen Butterfly	
7. Alfalfa Weevil	166. Gray-capped Social Weaver	328. Quokka	
8. Amazon Molly	167. Gray-headed Flying Fox	329. Rabbit (Domestic)	
9. Amazon River Dolphin	168. Gray Heron		
10. American Bison			
11. Anna's Humminbird			

<sup>৪</sup> হার্ভে মিল্ক সম্প্রতি (২০০৯ সালে) মরণোত্তর প্রেসিডেনশিয়াল মেডেল অব ফ্রিডমে ভূষিত হয়েছেন।

<sup>৯</sup> অজয় মজুমদার ও নিলয় বসু, সমপ্রেম, পূর্বোক্ত।

<sup>১০</sup> Bruce Bagemihl, *Biological Exuberance: Animal Homosexuality and Natural Diversity*, Stonewall Inn Editions, 2000

12. Anole sp.	169. Grayling	330. Raccoon Dog
13. Aoudad	170. Gray Seal	331. Raggiana's
14. Aperea	171. Gray Squirrel	Bird of Paradise
15. Appalachian	172. Gray Whale	332. Rat
Woodland	173. Great	(Domestic)
Salamander	Cormorant	333. Raven
16. Asiatic Elephant	174. Greater Bird of	334. Razorbill
17. Asiatic Mouflon	Paradise	335. Red Ant sp.
18. Atlantic Spotted	175. Greater Rhea	336. Red-backed
Dolphin	176. Green Anole	Shrike
19. Australian Parasitic	177. Green	337. Red Bishop
Wasp sp.	Lacewing	Bird
20. Australian Sea Lion	178. Green	338. Red Deer
21. Australian Shelduck	Sandpiper	339. Red Diamond
22. Aztec Parakeet	179. Greenshank	Rattlesnake
23. Bank Swallow	180. Green	340. Red-faced
24. Barasingha	Swordtail	Lovebird
25. Barbary Sheep	181. Greylag	341. Red Flour
26. Barn Owl	Goose	Beetle
27. Bean Weevil sp.	182. Griffon Vulture	342. Red Fox
28. Bedbug and other	183. Grizzly Bear	343. Red
Bug spp.	184. Guiana	Kangaroo
29. Beluga	Leaffish	344. Red-necked
30. Bangalese Finch	185. Guianan Cock-	Wallaby
(Domestic)	of-the-Rock	345. Redshank
31. Bezoar	186. Guillemot	346. Red-
32. Bharal	187. Guinea Pig	shouldered Widowbird
33. Bicolored Antbird	(Domestic)	347. Red Squirrel
34. Bighorn Sheep	188. Hamadryas	348. Red-tailed
35. Black Bear	Baboon	Skink
36. Black-billed Magpie	189. Hammerhead	349. Reeve's
37. Blackbuck	190. Hamster	Muntjac
38. Black-crowned Night	(Domestic)	350. Regent
Heron	191. Hanuman	Bowerbird
39. Black-footed Rock	Lanur	351. Reindeer
Wallaby	192. Harbor	352. Reindeer
40. Black-headed Gull	Porpoise	Warble Fly
41. Black-rumped	193. Harbor Seal	353. Rhesus
Flameback	194. Harvest Spider	Macaque
42. Black-spotted Frog	sp.	354. Right Whale
43. Black Stilt	195. Hawaiiin Orb-	355. Ring-billed
44. Blackstripe	Weaver	Gull
Topminnow	196. Hen Flea	356. Ring Dove
45. Black Swan	197. Herring Gull	357. Rock Cavy
46. Black-tailed Deer	198. Himalayan	358. Rock Dove
47. Black-winged Stilt	Tahr	359. Rodrigues
48. Blister Beetle spp.	199. Hoary-headed	Fruit Bat
49. Blowfly	Grebe	360. Roe Deer
50. Blue-backed Manakin	200. Hoary Marmot	361. Roseate
51. Blue-bellied Roller	201. Hooded	Cockatoo
52. Bluegill Sunfish	Warbler	362. Roseate Tern
53. Blue Sheep	202. Horse	363. Rosechafer
54. Blue Tit	(Domestic)	364. Rose-ringed
55. Blue-winged Teal	203. House Fly	Parakeet
56. Bonnet Macaque	204. House	365. Rove Beetle

57. Bonobo	Sparrow	spp.
58. Boto	205. Houting	366. Ruff
59. Bottlenose Dolphin	Whitefish	367. Ruffed
60. Bowhead Whale	206. Humboldt	Grouse
61. Box Crab	Penguin	368. Rufous
62. Bridled Dolphin	207. Ichneumon	Bettong
63. Broad-headed Skink	Wasp sp.	369. Rufous-naped
64. Broadwinged	208. Incirrate	Tamarin
Damselfly sp.	Octopus spp.	370. Rufous Rat
65. Brown Bear	209. Inagua	Kangaroo
66. Brown Capuchin	Curlytail Lizard	371. Saddle-back
67. Brown-headed	210. Indian Fruit	Tamarin
Cowbird	Bat	372. Sage Grouse
68. Brown Long-eared	211. Indian Mantjac	373. Salmon spp.
Bat	212. Indian	374. San Blas Jay
69. Brown Rat	Rhinoceros	375. Sand Martin
70. Budgeriger	213. Ivory Gull	376. Satin
(Domestic)	214. Jackdaw	Bowerbird
71. Buff-breasted	215. Jamaican	377. Savanna
Sandpiper	Giant Anole	Baboon
72. Rush Dog	216. Japanese	378. Scarab
73. Cabbage (Small)	Scarab Beetle	Beetle, Melolonthine
White	217. Japanese	379. Scarlet Ibis
74. Calfbird	Macaque	380. Scottish
75. California Gull	218. Javelina	Crossbill
76. Canada Goose	219. Jewel Fish	381. Screwworm
77. Canary-winged	220. Jumping	Fly
Parakeet	Spider sp.	382. Sea Otter
78. Caribou	221. Kangaroo Rat	383. Senegal
79. Caspian Tern	222. Kestrel	Parrot
80. Cat (Domestic)	223. Killer Whale	384. Serotine Bat
81. Cattle (Domestic)	224. King Penquin	385. Sharp-tailed
82. Cattle Egret	225. Kittiwake	Sparrow
83. Chaffinch	226. Koala	386. Sheep
84. Char	227. Kob	(Domestic)
85. Checkered Whiptail	228. Larch Bud	387. Siamang
Lizard	Moth	388. Side-blotched
86. Checkerspot Butterfly	229. Laredo Striped	Lizard
87. Cheetah	Whiptail Lizard	389. Sika Deer
88. Chicken (Domestic)	230. Larga Seal	390. Silkworm
89. Chihuahuan Spotted	231. Largehead	Moth
Whiptail Lizard	Anole	391. Silver Gull
90. Chiloe Wigeon	232. Large	392. Silvery Grebe
91. Cliff Swallow	Milkweed Bug	393. Slender Tree
92. Clubtail Dragonfly	233. Large White	Shrew
spp.	234. Laughing Gull	394. Snow Goose
93. Cockroach spp.	235. Laysan	395. Sociable
94. Collared Peccary	Albatross	Weaver
95. Cammerson's	236. Least	396. Sooty
Dolphin	Chipmunk	Mangabey
96. Common Ameiva	237. Least Darter	397. Southeastern
97. Common Brushtail	238. Lechwe	Blueberry Bee
Possum	239. Lesser	398. Southern
98. Common	Bushbaby	Green Stink Bug
Chimpanzee	240. Lesser	399. Southern



99. Common Dolphin	Flamingo	Masked Chafer
100. Common Garter Snake	241. Lesser Scaup Duck	400. Southern One-Year Canegrub
101. Common Gull	242. Lion	401. Southern Platyfish
102. Common Marmoset	243. Lion-tailed Macaque	402. Speckled Rattlesnake
103. Common Murre	244. Lion Tamarin	403. Sperm Whale
104. Common Pipistrelle	245. Little Blue Heron	404. Spinifex Hopping Mouse
105. Common Raccoon	246. Little Brown Bat	405. Spinner Dolphin
106. Common Shelduck	247. Little Egret	406. Spotted Hyena
107. Common Skimmer Dragonfly spp.	248. Livingstone's Fruit Bat	407. Spotted Seal
108. Common Tree Shrew	249. Long-eared Hedgehog	408. Spreadwinged Damselfly spp.
109. Cotton-top Tamarin	250. Long-footed Tree Shrew	409. Spruce Budworm Moth
110. Crab-eating Macaque	251. Long-legged Fly spp.	410. Squirrel Monkey
111. Crane spp.	252. Long-tailed Hermit Hummingbird	411. Stable Fly sp.
112. Creeping Water Bug sp.	253. Mallard Duck	412. Stag Beetle spp.
113. Crested Black Macaque	254. Markhor	413. Steller's Sea Eagle
114. Cuban Green Anole	255. Marten	414. Striped Dolphin
115. Cui	256. Masked Lovebird	415. Stuart's Marsupial Mouse
116. Dall's Sheep	257. Matschie's Tree Kangaroo	416. Stumptail Macaque
117. Daubenton's Bat	258. Mazarine Blue	417. Superb Lyrebird
118. Desert Grassland Whiptail Lizard	259. Mealy Amazon Parrot	418. Swallow-tailed Manakin
119. Desert Tortoise	260. Mediterranean Fruit Fly	419. Swamp Deer
120. Digger Bee	261. Mew Gull	420. Swamp Wallaby
121. Dog (Domestic)	262. Mexican Jay	421. Takhi
122. Doria's Tree Kangaroo	263. Mexican White Midge sp.	422. Talapoin
123. Dragonfly spp.	264. Migratory Locust	423. Tammar Wallaby
124. Dugong	265. Mite sp.	424. Tasmanian Devil
125. Dusky Moorhen	266. Moco	425. Tasmanian Native Hen
126. Dwarf Cavy	267. Mohol Galago	426. Tasmanian Rat Kangaroo
127. Dwarf Mongoose	268. Monarch Butterfly	427. Tengger Desert Toad
128. Eastern Bluebird	269. Moor Macaque	428. Ten-spined Stickleback
	270. Moose	429. Thinhorn Sheep
	271. Mountain Dusky Salamander	
	272. Mountain Goat	
	273. Mountain Tree Shrew	
	274. Mountain Zebra	
	275. Mourning	
	276.	

129. Eastern Cottontail Rabbit	Gecko	430. Thomson's Gazelle
130. Eastern Giant Ichneumon	277. Mouse (Domestic)	431. Three-spined Stickleback
131. Eastern Gray Kangaroo	278. Mouthbreeding Fish sp.	432. Tonkean Macaque
132. Egyptian Goose	279. Mule Deer	433. Tree Swallow
133. Elegant Parrot	280. Mustached Tamarin	434. Trumpeter Swan
134. Elk	281. Musk Duck	435. Tsetse Fly
135. Emu	282. Musk-ox	436. Tucuxi
136. Eucalyptus Longhorned Borer	283. Mute Swan	437. Turkey (Domestic)
137. Euro	284. Narrow-winged Damselfly spp.	438. Urial
138. European Bison	285. Natterer's Bat	439. Vampire Bat
139. European Bitterling	286. New Zealand Sea Lion	440. Verreaux's Sifaka
140. European Jay	287. Nilgiri Langur	441. Vervet
141. European Shag	288. Noctule	442. Victoria's Riflebird
142. Fallow Deer	289. North American Porcupine	443. Vicuna
143. False Killer Whale	290. Northern Elephant Seal	444. Walrus
144. Fat-tailed Dunnart	291. Northern Fur Seal	445. Wapiti
145. Fence Lizard	292. Northern Quoll	446. Warthog
146. Field Cricket sp.	293. Ocellated Antbird	447. Water Boatman Bug
147. Fin Whale	294. Ocher-bellied Flycatcher	448. Waterbuck
148. Five-lined Skink	295. Olympic Marmot	449. Water Buffalo
149. Flamingo	296. Orange Bishop Bird	450. Water Moccasin
150. Fruit Fly spp.	297. Orange-footed Parakeet	451. Water Strider spp.
151. Galah	298. Orangutan	452. Wattled Starling
152. Gelada Baboon	299. Orca	453. Weeper Capuchin
153. Gentoo Penguin	300. Ornate Lorikeet	454. Western Gray Kangaroo
154. Giraffe	301. Ostrich	455. Western Gull
155. Glasswing Butterfly	302. Oystercatcher	456. Western Rattlesnake
156. Goat (Domestic)	303. Pacific Striped Dolphin	457. West Indian Manatee
157. Golden Bishop Bird	304. Parsnip Leaf Miner	458. Western Banded Gecko
158. Golden Monkey	305. Patas Monkey	459. Whiptail Lizard spp.
159. Golden Plover	306. Peach-faced Lovebird	460. Whiptail Wallaby
160. Gopher (Pine) Snake	307. Pere David's Deer	461. White-faced Capuchin
	308. Pied Flycatcher	462. White-fronted Amazon Parrot
	309. Pied Kingfisher	463. White-fronted Capuchin
	310. Pig (Domestic)	

311.	Pigeon (Domestic)	464.	White-handed Gibbon
312.	Pig-tailed Macaque	465.	White-lipped Peccary
313.	Plains Zebra	466.	White Stork
314.	Plateau Striped Whiptail Lizard	467.	White-tailed Deer
315.	Polar Bear	468.	Wild Cavy
316.	Pomace Fly	469.	Wild Goat
317.	Powerful Owl	470.	Wisent
318.	Prea	471.	Wolf
319.	Pretty-faced Wallaby	472.	Wood Duck
320.	Proboscis Monkey	473.	Wood Turtle
321.	Pronghorn	474.	Yellow- backed (Chattering) Lorikeet
		475.	Yello-footed Rock Wallaby
		476.	Yellow- rumped Cacique
		477.	Yellow- toothed Cavy
		478.	Zebra Finch (Domestic)

ভেড়ার জীবন যাত্রা খুব কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করে বিজ্ঞানীরা সমকামী প্রবণতার প্রচুর উদাহরণ পেয়েছেন। তবে মেষপালকেরা ভেড়ার এই প্রবণতার কথা অনেক আগে থেকেই জানতেন। এই ধরনের ভেড়ার পাল সবসময়ই মেষপালকদের জন্য হতাশা। কারণ এরা বংশবিস্তারে কোন সাহায্য করে না। তারা প্রথম থেকেই ভেড়ীদের প্রতি থাকে একেবারেই অনাগ্রহী। এদের আগ্রহের পুরোটা জুড়েই থাকে আরেকটি পুরুষ ভেড়া বা মেষ। অরেগন হেলথ এন্ড সায়েন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের চার্লস রসেলির মতে শতকরা ৮ ভাগ ভেড়া এরকম সমকামী প্রবৃত্তিসম্পন্ন হয়ে থাকে<sup>11</sup>। এই ধরনের সমকামী ভেড়া সঙ্গমের সময় আরেকটি পুরুষ ভেড়ার দিকে অগ্রসর হয় তাদের আদর সোহাগ জানাতে থাকে আর যৌনাঙ্গ ঝুঁকতে থাকে। অবশেষে পেছন দিক থেকে ভেড়ার উপর আরোহন করে ভেড়ার উলের উপর বীর্জ নিক্ষেপ করে (এরা কখনোই পায়ুকামে প্রবৃত্ত হয় না)। চার্লস রসেলি এ সমস্ত ভেড়ার মস্তিষ্ক বিশ্লেষণ করে দেখান যে এদের মস্তিষ্কের কিছু অংশের আকার ‘স্বাভাবিক’ ভেড়াদের থেকে অনেকাংশেই ভিন্ন। তিনি ‘সেক্সুয়ালি ডাইমরফিক নিউক্লিয়াস’ বলে মাথার হাইপোথ্যালামাসের একটা অংশে উল্লেখ করার মত পার্থক্য

<sup>11</sup> John Schwartz, Of Gay Sheep, Modern Science and Bad Publicity, NY Times, January 25, 2007

পান<sup>12</sup>। একই ধরনের পার্থক্য আরেক গবেষক সিমন লেভি লক্ষ্য করেছেন সমকামী মানুষের মস্তিষ্কেও (সিমন লেভির গবেষণা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এই বইয়ের ষষ্ঠ অধ্যায়ে)।

ভেড়া ছাড়াও সমকামী আচরণ লক্ষ্য করা গেছে বিভিন্ন স্তন্যপায়ী জীবের ক্ষেত্রেও। এদের মধ্যে হাতি, সিংহ, চিতাবাঘ, হায়না, ক্যাঙ্গারু, হরিণ, জিরাফ, আমেরিকা, ইউরোপ ও আফ্রিকার মোষ, জেরা উল্লেখযোগ্য। পাখিদের মধ্যে পেঙ্গুইন, ধূসর পাতিহাঁস, কানাডা পাতিহাঁস, কালো রজহাঁস, বরফী পাতিহাঁস, মিউট রাজহাঁস, শকুন সহ অনেক প্রাণীর মধ্যে সমকামিতার সুস্পষ্ট উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে। সরীসৃপের মধ্যে সমকামিতার আলামত আছে কমন অ্যামিভা, অ্যানোল, গিরগিটি, স্কিনক, গেকো মাউরিং, কচ্ছপ, রাটেল স্নেক প্রভৃতিতে। সমকামিতার অস্তিত্ব আছে বিভিন্ন প্রজাতির ব্যাঙ, স্যালাম্যান্ডারের মত উভচর এবং বিভিন্ন মাছেও।

বিজ্ঞানীরা দেখেছেন প্রাইমেট বর্গের মধ্যে সাধারণ শিম্পাঞ্জীদের মধ্যে প্রজননহীন যৌনতা (non-reproductive sex) খুবই প্রকট। মানুষের মতই তারা কেবল 'জিন সঞ্চালনের' জন্য সঙ্গম করে না, সঙ্গম করে আনন্দের জন্যও। কাজেই তাদের মধ্যে মুখ-মৈথুন, পায়ু মৈথুন থেকে শুরু করে চুম্বন, দংশন সব কিছুই প্রবলভাবে লক্ষ্যনীয়। তারা খুব সচেতনভাবেই সমকাম, উভকাম এবং বিষমকামে লিপ্ত হয়। শিম্পাঞ্জীদের আরেকটি প্রজাতি বনোবো শিম্পাঞ্জী (আগেকার প্রচলিত নাম ছিলো পিগমী শিম্পাঞ্জী)দের মধ্যে সমকামী প্রবণতা এতই বেশি যে, ব্যাগমিল বলেন, এই প্রজাতিটির ক্ষেত্রে 'সমকামী যৌনসংসর্গ, বিষমকামিতার মতই স্বাভাবিক। একেকটি গোত্রে এমনকি শতকরা ৩০ ভাগ সদস্য সমকামিতা এবং উভকামিতার সাথে যুক্ত থাকে এবং দেখা গেছে ৭৫ ভাগ যৌনসংসর্গই প্রজননহীন। এদের মধ্যে প্রবলভাবে আছে নারী সমকামিতাও। এমনকি শিশুদেরও তারা রেহাই দেয় না<sup>13</sup>। কেউ যদি এ ধরনের সমকামে অনীহা প্রকাশ করে তবে, তাহলে বনোবো সমাজে সে 'অচ্ছুৎ' বলে পরিগণিত হয়, অন্যান্য সদস্যরা তাকে এড়িয়ে চলে<sup>14</sup>। বিভিন্ন রকমের সমকামী এবং উভকামী প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে গরিলা, ওরাং-ওটান, গিবন, সিয়ামাং, লঙ্গুর হনুমান, নীলগিরি লঙ্গুর, স্বর্ণ হনুমান, প্রবোসিস্ক্র মাক্কি, সাভানা বেবুন ইত্যাদি প্রাইমেটদের মধ্যেও।

<sup>12</sup> Roselli C, Stadelman H, Reeve R, Bishop C, Stormshak F (2007). "The ovine sexually dimorphic nucleus of the medial preoptic area is organized prenatally by testosterone". *Endocrinology* 148 (9): 4450–4457;

এছাড়া দেখুন, Faye Flam, *The Score: How The Quest For Sex Has Shaped The Modern Man*, Avery, 2008

<sup>13</sup> Frans de Waal, author of *Bonobo: The Forgotten Ape*, calls the bonobo species a "make love, not war" primate.

<sup>14</sup> Faye Flam, পূর্বোক্ত

১৯৭২ সালে লিন্ডা উলফি নামের এর তরুন গবেষক ল্যাবরেটরীতে জাপানী ম্যাকুয়ি নামের একধরনের প্রাইমেট নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে দেখেন, তাদের মধ্যে নারী সমকামিতার ব্যাপারটি প্রকটভাবে দৃশ্যমান। লিন্ডা ভাবলেন নিশ্চয়ই ল্যাবরেটরীর বন্দি পরিবেশে থাকার ফলে তাদের যৌনতার পরিবর্তন ঘটেছে (জেলখানায় থাকার ফলে আসামীদের মধ্যে যে ধরনের সমকামী মনোবৃত্তি জেগে উঠে অনেকটা সেরকম)। তিনি আসল ব্যাপারটি বুঝতে জাপানে গিয়ে বন্য পরিবেশে ম্যাকুয়ি পর্যবেক্ষণ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। গিয়ে তিনি কি দেখলেন? হ্যা, যা ভেবেছেন সেটাই - সেখানেও নারী সমকামিতা দেদারসে রাজত্ব করে চলেছে। শুধু লিন্ডা উলফি নয় পল ভ্যাসি নামে আরেক গবেষকও জাপানী ম্যাকুয়িদের উপর দীর্ঘদিন ধরে গবেষণা করছেন। তিনিও ম্যাকুয়িদের মধ্যকার সমকামী প্রবণতা অত্যন্ত কাছ থেকে দেখেছেন এবং বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। অনেক গবেষক আগে ভেবেছিলেন, ম্যাকুয়ি সমাজে নারীতে নারীতে প্রেম আসলে পুরুষদের আকর্ষণের জন্য। নিশ্চয়ই চোখের সামনে এই ‘লেসবিয়ন পর্গ’ দেখে পুরুষ ম্যাকুয়িরা উত্তেজিত হয়ে ওঠে এবং নারী ম্যাকুয়িদের সাথে সঙ্গমে লিপ্ত হয়। কিন্তু পল ভ্যাসি তার গবেষণায় পরিস্কার ভাবেই দেখালেন নারী ম্যাকুয়িরা যখন সমকামে মত্ত থাকে তখন তারা কোন পুরুষ ম্যাকুয়ির প্রতি কোন রকম আগ্রহই দেখায় না। তাদের জন্য সমকামিতার ব্যাপারটি ‘হট বাথ’<sup>15</sup> নেওয়ার মতন কেবলই আনন্দের।

<sup>15</sup> হট বাথের ব্যাপারটি কিন্তু উপমা বা রূপক নয়। এই ম্যাকুয়িগুলো উষ্ণ প্রস্রবণে গা ডুবিয়ে আরাম করতে বড়ই পছন্দ করে।



চিত্র: বনোবো শিম্পাঞ্জীদের মধ্যে সমকামি প্রবণতা খুবই বেশি। বিজ্ঞানীরা এরকম ৪৫০টিরও বেশি প্রজাতিতে সমকামিতার উপস্থিতি লক্ষ্য করেছেন।

যৌনতার মাধ্যমে বংশবৃদ্ধির ব্যাপারটি যেহেতু বিবর্তনের মূল চালিকা শক্তি, সেহেতু বহু বিজ্ঞানীই প্রানীজগতের মাঝে বিদ্যমান সমকামিতাকে প্রথমদিকে তেমন গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেননি। তারা যে প্রকৃতিতে সমকামিতা দেখেননি তা নয়, অনেকবারই দেখেছেন - কিন্তু অবধারিতভাবে ভেবে নিয়েছিলেন এটি বিবর্তনের বিচ্যুতি, এ নিয়ে গবেষণার কোন দরকার নেই। যেমন, ভ্যালেরিয়াস গিস্ট (Valerius Geist) নামের এক বিজ্ঞানী ক্যানাডিয়ান রকি পর্বতমালায় পাহাড়ী মেষদের মধ্যকার সমকামিতা পর্যবেক্ষণ করেও সেটা গুরুত্ব দিয়ে গবেষণায় লিপিবদ্ধ করেননি। আজ তিনি সেই ‘ব্যর্থতার’ জন্য প্রকাশ্যেই দুঃখ প্রকাশ করেন। আসলে কিন্তু ক্রস ব্যাগমিলের ‘বায়োলজিকাল এক্স্‌পেরেন্স’ বইটি প্রকাশিত হবার পর বিজ্ঞানীদের চিন্তাভাবনা অনেকটাই বদলে গেছে। তারা এখন সমকামিতাকে গুরুত্ব দিয়েই জীববিজ্ঞানে গবেষণার দৃষ্টিকোন থেকে বিবেচনা করেন। ক্রস ব্যাগমিলের গবেষণার পর অন্যান্য গবেষকেরাও গবেষণা চালিয়ে গেছেন বিষয়টি নিয়ে। বিজ্ঞানীরা এখন মনে করেন, পৃথিবীতে এমন কোন প্রজাতি নেই যেখানে



সমকামিতা দেখা যায় না। এ প্রসঙ্গে জীববিজ্ঞানী পিটার বকম্যানের উক্তিটি প্রাধান্যযোগ্য<sup>16</sup> -

"No species has been found in which homosexual behaviour has not been shown to exist, with the exception of species that never have sex at all, such as sea urchins and aphids. Moreover, a part of the animal kingdom is hermaphroditic, truly bisexual. For them, homosexuality is not an issue."

২০০৬ সালের হিসেব অনুযায়ী বিজ্ঞানীরা প্রানীজগতে ১৫০০'রও বেশী প্রজাতিতে সমকামিতার সন্ধান পেয়েছেন<sup>17</sup>। আর মেরুদণ্ডী প্রাণীর তিনশ'রও বেশী প্রজাতিতে সমকামিতার অস্তিত্ব খুব ভালভাবেই নথিবিদ্ধ<sup>18</sup>। সংখ্যাগুলো কিন্তু প্রতিদিনই বাড়ছে<sup>19</sup>।

ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক চ্যানেলে সম্প্রতি 'Out in Nature: Homosexual Behavior in the Animal Kingdom' নামের একটি ডকুমেন্ট্রিতে প্রানীজগতের অসংখ্য সমকামিতার উদাহরণ তুলে ধরা হয়<sup>20</sup>। ব্রুস ব্যাগমিল এবং জোয়ান রাফগার্ডেনের কাজের উপর ভিত্তি করে অসলোর ন্যাচারাল হিস্ট্রি যাদুঘরে 'এগেইনস্ট নেচার?' নামে একটি ব্যতিক্রমধর্মী প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। প্রদর্শনীটি ২০০৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে শুরু হয়ে আগাস্টের ২০০৭ সাল পর্যন্ত চলে। এতে জীবজগতের সমকামিতা, উভকামিতা সহ প্রকৃতির নানা ধরনের বৈচিত্রময় উদাহরণ হাজির করা হয়েছিলো। প্রদর্শনীটি সাড়া বছর জুড়ে দেশ বিদেশের অসংখ্য দর্শকের আগ্রহ এবং মনোযোগ আকর্ষণে সমর্থ হয়<sup>21</sup>।

<sup>16</sup> a b c News-medical.net (2006)

<sup>17</sup> 1500 animal species practice homosexuality, [www.news-medical.net/news/2006/10/23/20718.aspx](http://www.news-medical.net/news/2006/10/23/20718.aspx)

<sup>18</sup> Joan Roughgarden, The Genial Gene: Deconstructing Darwinian Selfishness, University of California Press, 2009

<sup>19</sup> এই বইয়ের পরিশিষ্টে উইকিপিডিয়া থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত দেয়া তালিকা লিপিবদ্ধ করা আছে।

<sup>20</sup> ইউটিউবে পুরো ফিল্মটি ছয় পর্বে রাখা আছে। <http://www.youtube.com/watch?v=LFEXwKnCUNI>

<sup>21</sup> Oslo gay animal show draws crowds, BBC News, Thursday, 19 October 2006.



চিত্রঃ নরওয়ের অসলো ন্যাচারাল হিস্ট্রি মিউসিয়ামে ‘এগেইনস্ট নেচার?’ নামে প্রদর্শনীটি দর্শকদের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি করে।

এত কিছু পরও সমকামিতার পুরো ব্যাপারটিকে ‘প্রকৃতিক’ বলে মেনে নিতে অনেকেরই প্রবল অনীহা আছে। প্রানীজগতের অসংখ্য উদাহরণ হাজির করা হলেও মানুষকে এগুলো থেকে আলাদা রাখতেই পছন্দ করেন অনেকেই। কিন্তু যতই আলাদা করে রাখি না কেন, আমরা ‘সৃষ্টির সেরা জীব’ বলে কথিত গর্বিত মানুষেরাও কিন্তু ঘুরে ফিরে সেই প্রকৃতিরই (আরো ভালভাবে বললে প্রাইমেটদের) অংশ। ইংল্যান্ডের লিভারপুল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রবিন ডানবার এপ্রসঙ্গে বলেন -

সব কথার শেষ কথা হল, অন্যান্য প্রাইমেটদের মধ্যে বিশেষতঃ এপদের মধ্যে কোন কিছু ঘটলে, এর একটা বিবর্তনীয় ধারাবাহিকতা মানুষের মধ্যেও থাকবে ভেবে নেওয়াটা হয়তো অযৌক্তিক হবে না।

আমরা বনোবো শিম্পাঞ্জী কিংবা জাপানী ম্যাকাকুয়ি প্রজাতিতে সমকামিতার প্রকাশ দেখেছি। বিবর্তনের চোখ দিয়ে দেখতে শুরু করলে মানুষের অবস্থানও কিন্তু হবে এদের খুব কাছেপিঠেই। তাহলে মানুষের মধ্যে বিদ্যমান সমকামিতার কি ব্যাখ্যা? ওয়েল - হয়ত আসলে কোন গুঢ় কারণ নেই। ম্যাকুয়ি প্রাইমেটদের কাছে ব্যাপারটা যেমন ‘স্রেফ

আনন্দের'<sup>22</sup>, মানুষদের মধ্যেও তা যে সেরকম কিছু নয়, তা কে বলবে? আর আনন্দের ব্যাপারটা অনেকাংশেই মুখ্য বলেই মানব সমাজেও প্রজননহীন যৌনতা খুব ভালভাবেই দৃশ্যমান<sup>23</sup>। অব্যাহত গর্ভকে দূরে রাখতে মানুষ জন্মনিয়ন্ত্রণেরও কৃত্রিম নানা পন্থা আবিষ্কার করে নিয়েছে, কিন্তু যৌনতার আনন্দ উপভোগ করাকে কখনোই বাদ দেয়নি। সমকামিতা হয়ত কারো কারো মধ্যে সেই আনন্দ প্রকাশ এবং উদযাপনেরই একটি উদগ্র রূপ বই কিছু নয়। কিন্তু তারপরেও আমাদের ডারউইনীয় পটভূমিকায় ব্যাখ্যা করতে হবে যে, এই হারে প্রজননহীন যৌনতা সম্পন্ন সমকামীরা পৃথিবীতে টিকে থাকল কি করে।

### ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্ব কি সমকামিতাকে ব্যাখ্যা করতে পারে?

ডারউইনীয় বিবর্তনের দিক থেকে চিন্তা করলে সমকামিতার ব্যাপারটি জীববিজ্ঞানীদের জন্য সব সময়ই একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ। কারণ 'ওটা বায়োলজিকাল ডেড এন্ড' - অন্ততঃ এভাবেই ভাবা হত কিছুদিন আগেও। বিবর্তনের কথা ভাবলে প্রথমেই প্রজননের মাধ্যমে বংশ বিস্তারের কথাটিই মাথায় সবার আগে চলে আসে। সে দিক দিয়ে চিন্তা করলে সমকামিতার লক্ষ্য যে বংশবিস্তার নয় - তা যে কেউ বুঝবে। তাহলে জৈববৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোন থেকে সমকামিতার উদ্দেশ্য কি? আগে এমনকি জীববিজ্ঞানীদের মধ্যেও সমকামিতাকে ঢালাওভাবে 'অস্বাভাবিকতা' কিংবা 'ব্যতিক্রম' ভেবে নেওয়াটাই ছিলো স্বাভাবিক, তবে সাম্প্রতিক সময়ে এই ধ্যান ধারণা অনেকটা বদলেছে।

প্রথম কথা হচ্ছে, সমকামিতার ব্যাপারটি কিন্তু নিখাদ বাস্তবতা। শুধু মানুষের ক্ষেত্রে নয়, পুরো প্রানীজগতের ক্ষেত্রেই। জীববিজ্ঞানী ক্রস ব্যাগমিল তার 'বায়োলজিকাল এক্সুবারেন্স : এনিমেল হোমোসেক্সুয়ালিটি এন্ড ন্যাচারাল ডাইভার্সিটি' বইয়ে প্রায় পাঁচশ প্রজাতিতে সমকামিতার অস্তিত্বের উদাহরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। সামগ্রিকভাবে জীবজগতে ১৫০০ রও বেশী প্রজাতিতে সমকামিতার অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। মানুষের মধ্যে শতকরা প্রায় ৫ ভাগ থেকে ১২ ভাগ সমকামিতার সাথে যুক্ত বলে পরিসংখ্যানে পাওয়া গেছে। কাজেই সমকামিতার এই বাস্তবতাকে অস্বীকার করার চেষ্টা বোকামি। এখন মিলিয়ন ডলারের প্রশ্ন হল, সমকামিতাকে ব্যাখ্যা করার সঠিক বৈজ্ঞানিক মডেল জীববিজ্ঞানে আছে কিনা, নাকি কেবল 'সমকামিতা অস্বাভাবিক' কিংবা 'ব্যতিক্রম' ইত্যাদি বলেই

<sup>22</sup> According to Paul Vasey, " Japanese macaques 're engaging in the behavior because it's gratifying sexually or it's sexually pleasurable," he says. "They just like it. It doesn't have any sort of adaptive payoff".

Matthew Grober, biology professor at Georgia State University, agrees, saying, "If [sex] wasn't fun, we wouldn't have any kids around. So I think that maybe Japanese macaques have taken the fun aspect of sex and really run with it."

<sup>23</sup> Jared Diamond, Why Is Sex Fun?: The Evolution Of Human Sexuality, Basic Books, 1998

ছেড়ে দেয়া হবে? এ প্রসঙ্গে জীববিজ্ঞানী অধ্যাপক জোয়ান রাফগার্ডেনের উক্তিটি খুবই প্রাসঙ্গিক -

‘My discipline teaches that homosexuality is some sort of anomaly. But if the purpose of sexual contact is just reproduction, then why do all these gay people exist? A lot of biologists assume that they are somehow defective, that some development error or environment influence has misdirected their sexual orientation. If so, gay and lesbian people are mistake that should have been corrected a long time ago (thru Natural selection), but this hasn't happened. That's when I had my epiphany. **When a scientific theory says something wrong with so many people, perhaps the theory is wrong, not the people**’.

সমকামিতাকে যদি বাস্তবতা হিসেবে মেনে নেয়া হয়, তবে আমাদের বের করতে হবে - ডারউইনীয় দৃষ্টিকোন থেকে এর উপযোগিতা কি। ব্যাপারটা নিঃসন্দেহে কঠিন। তবে কঠিন বলে কেউ হাত-পা গুটিয়ে বসে নেই। বিজ্ঞানীরা এ নিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন প্রতিদিনই। কিছু যোগসূত্র পাওয়া গেছে প্রাণী জগতে ‘স্টেরাইল ওয়ার্কার’ বা ‘বন্ধ্যা সৈন্যের’ - এর উদাহরণ থেকে। পিঁপড়ে, মৌমাছি, উই পোকা কিংবা বোলতার মত প্রজাতিতে এই ধরনের ‘বন্ধ্যা সৈন্যের’ উপস্থিতি বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয়। এরা বংশবৃদ্ধিতে কোন ভূমিকা রাখে না। কিন্তু নিজেদের গোত্রকে বহিঃশত্রুর হাত থেকে রক্ষা করে জনপুঞ্জ টিকিয়ে রাখে। মানুষের জন্যও কি এটা খাটে? বিবর্তনীয় মনোবিদ্যার আলোকে একটু চিন্তা করা যাক। এমন কি হতে পারে যে, সমকামী পুরুষেরা আমাদের পূর্বপুরুষদের সেই আদিম শিকারী-সংগ্রাহক সমাজে (hunter gatherer societies) বাচ্চা লালন পালনে কোন বিশেষ ভূমিকা রেখেছিলো? নিজেদের মধ্যে মারামারি না করে যখন একাধিক পুরুষ দলবদ্ধ হয়ে গোত্রের দায়িত্ব নিতো আর শিকারের সন্ধান করত, সেই গোত্র হয়ত অনেক বেশী খাবারের যোগান পেত, কিংবা হয়ত বহিঃশত্রুর হাত থেকেও রক্ষা পেত অন্যদের চেয়ে বেশী। ফলে টিকে থাকার প্রেরণাতেই হয়ত কোন কোন ক্ষেত্রে পুরুষে পুরুষে সম্পর্ক তৈরী হয়েছিলো - যা গোত্রে এনে দিয়েছিলো বাড়তি নিরাপত্তা। কিংবা হয়ত এমনও হতে পারে - যখন শক্তিশালী পুরুষ শিকারে যেত, হয়ত সেই গোত্রের কোন ‘গে চাচা’ রক্ষা করার দায়িত্ব নিত ছোট ছোট ছেলেপিলেদের। আর পুরুষটিও শিকারে বের হয়ে স্ত্রীর ‘পরকীয়া’র আশঙ্কায় ভাবিত থাকতো না! ইতিহাসের পাতা খুললে দেখা যায়, বহু রাজা বাদশাহরা তাদের হারেম সুরক্ষিত রাখতে ‘খোঁজা প্রহরী’দের নিয়োগ দিতো। আরো সমীক্ষায় দেখা গেছে পশ্চিমে মেয়েরা অফিসে সমকামী পুরুষদের সাথে কাজ করতে অনেক নিরাপত্তা অনুভব করে। এটার কারণও অবোধ্য নয়। হয়ত জিন সঞ্চালন ছাড়াও অন্যান্য কিছু ক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিশ্চিত করে আমাদের প্রজাতিটিকে টিকেয়ে রাখতে সমকামী সদস্যদের একটা ভূমিকা ছিলো। সেজন্য এডয়ার্ড

ও উইলসন 'কিন সিলেকশন'-এর মাধ্যমে হোমোসেক্সুয়ালিটিকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছিলেন সেই ১৯৭৮ সালেই<sup>24</sup>।

আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ দিক চিন্তা করা যেতে পারে। সমকামী প্রকৃতিটি হয়ত বিবর্তন প্রক্রিয়ার উপজাত বা সাইড ইফেক্ট। বিবর্তনের অনেক কিছুই কথাই আমরা জানি যেগুলো কোন বাড়তি উপযোগিতা তৈরি করে না। কিন্তু এগুলো উৎপন্ন হয়েছে বিবর্তনের উপজাত হিসেবে। এই বৈশিষ্ট্যগুলো যদি টিকে থাকার ক্ষেত্রে বাড়তি কোন অসুবিধা তৈরি না করে তাহলে তারা উপজাত হিসেবে রয়ে যেতে পারে বংশ পরম্পরায়। বিজ্ঞানী স্টিফেন যে গুল্ড উপজাতের ব্যাপারটা বোঝাতে আমাদের বাড়ির উদাহরণ হাজির করতেন। যে কোন বড় বাড়ি কিংবা ইমারতের দিকে দেখলে দেখা যাবে – এর ধনুকাকৃতির দু'টি খিলানের মাঝে স্থান করে নিয়েছে ইংরেজি 'ভি' আকৃতির স্প্যান্ডেল বা মাঝখানের একটা খোলা জায়গা। বাড়ির ইমারত বানাতে খিলান থাকা অত্যাবশ্যক, কিন্তু খিলান বানাতে গেলে বাড়তি উপজাত হিসেবে স্প্যান্ডেল এমনিতেই তৈরী হয়ে যায়, যা ইমারতটির ভিত্তির জন্য অত্যাবশ্যকীয় কোন কিছু হয়ত নয়, কিন্তু এটি এড়িয়ে যাওয়াও সম্ভব নয়। এ প্রসঙ্গে আমাদের শরীরের হাড়ির সাদা রঙের কথা ধরা যেতে পারে। এই সাদা রঙ বিবর্তনে কোন বাড়তি উপযোগিতা দেয় না। এই সাদা রঙ তৈরি হয়েছে হাড়ে ক্যালসিয়াম থাকার উপজাত হিসেবে। তেমনি কারো কারো চোখের নীল কিংবা বাদামী রঙও হয়ত কোন বাড়তি উপযোগিতা দেয় না - এটা প্রকৃতিতে আছে বিবর্তনের সাইড ইফেক্ট হিসেবে। সমকামিতাও বিবর্তনের সেরকম কোন উপজাত হতে পারে<sup>25</sup>।

ইতালীর একটি সমীক্ষায় (২০০৪) দেখা গেছে, যে পরিবারে সমকামী পুরুষ আছে সে সমস্ত পরিবারে মেয়েদের উর্বরতা (fertility) বিষমকামী পরিবারের চেয়ে বেশি থাকে। আন্দ্রিয়া ক্যাম্পেরিও-সিয়ানির ওই গবেষণা<sup>26</sup> থেকে জানা যায়, বিষমকামী পরিবারে যেখানে গড় সন্তান সন্ততির সংখ্যা ২.৩ সেখানে গে সন্তানবিশিষ্ট পরিবারে সন্তানের সংখ্যা ২.৭। তার মানে যে জেনেটিক প্রভাব মেয়েদের উর্বরতা শক্তি বাড়ায় - সেই একই জিন আবার হয়ত ছেলেদের মধ্যে সমকামী প্রবণতা ছড়িয়ে দেয় - বিবর্তনের উপজাত হিসেবে। সেজন্যই ডঃ ক্যাম্পেরিও ক্যানি বলেন<sup>27</sup> -

<sup>24</sup> Michael Abrams, The Real Story on Gay Genes, Discover Magazine, June, 2007

<sup>25</sup> যেমন, ইংল্যান্ডের লিভারপুল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক রবিন ডানবার মনে করেন, মানুষের মধ্যে সম্ভবত বিবর্তনের বাই-প্রোডাক্ট। তিনি বলেন, 'homosexuality doesn't necessarily have to have a function. It could be a spin-off or by-product of something else and in itself carries no evolutionary weight'।

<sup>26</sup> Corna, F., A. Camperio-Ciani and C. Capiluppi, 2004. Evidence for maternally inherited factors favouring male homosexuality and promoting female fecundity. Proceedings: Biological Sciences 271: 2217-2221.

<sup>27</sup> How Sex Works: Why We Look, Smell, Taste, Feel, and Act the Way We Do, Sharon Moalem, Harper; First Edition, April 28, 2009



"We have finally solved the paradox ... the same factor that influence sexual orientation in males promotes higher fecundity in females"

বিজ্ঞানী ডীন হ্যামারও প্রায় একই কথা বলেছেন একটু অন্যভাবে<sup>28</sup> –

‘The answer is remarkably simple : the same gene that causes men to like men, also causes women to like men, and as a result to have more children’

বিবর্তন তত্ত্বের প্রেক্ষাপটে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হতে পারে সামাজিক নির্বাচন। আমরা দেখেছি প্রাণীজগতে সমকামিতার প্রবৃত্তি একটি বাস্তবতা। শুধু মানুষের ক্ষেত্রে সমকামিতা নেই, ছড়িয়ে আছে প্রাণীজগতের সকল প্রজাতির মধ্যেই। আসলে প্রকৃতিতে সবসময়ই খুব ছোট হলেও একটা অংশ ছিল এবং থাকবে যারা যৌনপ্রবৃত্তিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের চেয়ে ভিন্ন। কিন্তু কেন এই ভিন্নতা? এর একটি উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছেন স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবর্তনীয় ইকোলজিস্ট জোয়ান রাফগার্ডেন রোথসবর্গ তার “Evolution's Rainbow: Diversity, Gender and Sexuality in Nature and People.” বইয়ে<sup>29</sup>। তিনি বলেন, যৌনতার উদ্দেশ্য সনাতনভাবে যে কেবল ‘জিন সঞ্চারন করে বংশ টিকিয়ে রাখা’ বলে ভাবা হয়, তা ঠিক নয়। যৌনতার উদ্দেশ্য হতে পারে যোগাযোগ এবং সামাজিকীকরণ। তিনি বলেন :

‘যদি আপনি সেক্স বা যৌনতাকে যোগাযোগের একটি কার্যকর মাধ্যম হিসেবে দেখেন, তাহলে আপনার কাছে অনেক কিছুই পরিষ্কার হয়ে যাবে, যেমন সমকামিতার মত ব্যাপার স্যাপারগুলো - যা জীব বিজ্ঞানীদের বছরের পর বছর ধরে বিভ্রান্ত করে রেখেছিল। বনোবো শিম্পাঞ্জীদের মধ্যে সমকামী সংশ্রব বিষমকামীদের মতই দেদারসে ঘটতে দেখা যায়। আর বনোবোরা কিন্তু প্রকটভাবেই যৌনাভিলাসী। তাদের কাছে যৌনসংযোগের (Genital contact) ব্যাপারটা আমাদের ‘হ্যালো’ বলার মতই সাধারণ। এভাবেই তারা পরস্পরের সাথে যোগাযোগ করে থাকে। এটি শুধু দলগতভাবে তাদের নিরাপত্তাই দেয় না, সেই সাথে বেঁচে থাকার জন্য খাদ্য আহরণ এবং সন্তানদের লালন পালনও সহজ করে তুলে’।

<sup>28</sup> পূর্বোক্ত।

<sup>29</sup> Joan Roughgarden, *Evolution's Rainbow: Diversity, Gender, and Sexuality in Nature and People*, University of California Press, May 17, 2004।



শুধু বনোবো শিম্পাঞ্জীদের কথাই বা বলি কেন, বাংলাদেশেই আমরা যেভাবে বড় হয়েছি সেখানে ছেলেদের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব হলে একজন আরেকজনকে স্পর্শ করে, হাতে হাত ধরে কিংবা ঘারে হাত দিয়ে ঘোরাঘুরি করে। ঝগড়া-ঝাটি হলে বুকে জড়িয়ে ধরে আস্থা পুনপ্রতিষ্ঠিত করে। মেয়েরাও তাই। এই আচরণ একটু প্যাসিভ তবে এ ধরনের প্রেরনা কিন্তু মনের ভেতর থেকেই আসে। বলা বাহুল্য, এই প্রেরণার মধ্যে কোন জিন সঞ্চালনজনিত কোন উদ্দেশ্য নেই, পুরোটাই যোগাযোগ এবং সামাজিকীকরণের প্রকাশ।

যোগাযোগ আর সামাজিকরণের কথা মাথায় রেখেই জোয়ান রাফগার্ডেন তার বিবর্তনবিদ্যা সংক্রান্ত 'ইভলুশনস রেইনবো' (পূর্বে উল্লিখিত) বইয়ে 'যৌনতার নির্বাচন' (sexual selection)- এর বদলে 'সামাজিক নির্বাচন' (social selection) - এর প্রচলন ঘটানোর প্রস্তাব করেছেন। তিনি বলেন, প্রানীজগতের সাংগঠনিক ভিত্তি দাঁড়িয়ে আছে তাদের খাবার, সঙ্গী প্রভৃতির সঠিক নির্বাচনের উপর। প্রানীজগতের এই নির্বাচনই কখনো রূপ নেয় সহযোগিতায়, কখনো বা প্রতিযোগিতায়। এবং এটাই শেষ পর্যন্ত সমস্ত পারিবারিক বিবিধ সম্পর্কের ভিত্তি তৈরি করে। কোন কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে সেই সম্পর্ক একগামিতা বা মনোগামিতে রূপ নিতে পারে (মানুষ ছাড়াও কিছু রাজহাঁস, খেঁকশিয়াল, কিছু পাখির মধ্যে একগামী সম্পর্ক আছে), কখনো বা রূপ নেয় বহু(স্ত্রী)গামিতা বা পলিগামিতা (সিংহ, বহু প্রজাতির বনের মধ্যে এরকম হারেম তৈরি করে ঘোরার প্রবণতা আছে), কখনোবা বহু(পুরুষ)গামিতা বা পলিঅ্যান্ড্রি (কিছু সিংহ, হরিণ এবং প্রাইমেটদের মধ্যে)তে। এমনকি অনেকসময় দলে একাধিক 'জেন্ডারের' মধ্যেও সম্পর্ক স্থাপিত হয়। যেমন, বু গ্রীন সানফিশ নামের একপ্রজাতির মাছ আছে যেখানে এক একটি ঝাঁকে দুই পুরুষ মাছের মধ্যে সমধর্মীযৌনতার বন্ধন (same-sex courtship) গড়ে উঠে। এখানে মুখ্য পুরুষ মাছটি (এদের 'আলফা মেল' বলা হয়) একটি বৃহৎ সাম্রাজ্য গড়ে তুলে আর তারপর অপর পুরুষ মাছটিকে সাথে নিয়ে তাদের যৌথ সাম্রাজ্যে স্ত্রীমাছগুলোকে ডিম পাড়তে আমন্ত্রণ জানায়। অনেকসময় দ্বিতীয় পুরুষ মাছটি স্ত্রী মাছের অনুকরণ করে স্ত্রী মাছের ঝাঁকের সাথে মিশে যায় - যা অনেকটা আমাদের সমাজে বিদ্যমান ক্রস-জেন্ডার প্রতিনিধিদের মতই। ড. রাফগার্ডেনের মতে, যৌন-প্রকারণ এবং সমধর্মী যৌনতা এভাবে প্রকৃতিতে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক সম্পর্ক তৈরি করে, যা অনেক সময়ই মোটা দাগে কেবল শুক্রানুর স্থানান্তর নয়। সামাজিক নির্বাচন হচ্ছে সেই বিবর্তন যা সামাজিক সম্পর্কগুলোকে টিকিয়ে রাখে। ড. রাফগার্ডেনের মত সামাজিক নির্বাচনের ধারণাকে সমর্থন করেন ক্রস ব্যাগমিল এবং পল ভ্যাসি সহ অনেক বিজ্ঞানীই।

তবে বেশিরভাগ জীববিজ্ঞানীই এখনই ‘যৌনতার নির্বাচনকে’ সরিয়ে দিয়ে ‘সামাজিক নির্বাচন’কে গ্রহণ করার পক্ষপাতি নন, কারণ প্রকৃতিজগতের বেশিরভাগ ঘটনাকেই ‘যৌনতার নির্বাচন’ দিয়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবর্তনবাদী জীববিদ জেরি কয়েন রাফগার্ডেনের সমালোচনা করে বলেন<sup>30</sup>:

‘She ignores the much larger number of species that do conform to sexual selection theory, focusing entirely on the exceptions. It is as if she denies the generalization that Americans are profligate in their use of petrol by describing my few diehard countrymen who bicycle to work.’<sup>31</sup>

নেচার পত্রিকায় রাফগার্ডেনের বইটির ভুলসী প্রসংশা করার পরও তার ‘সামাজিক নির্বাচন’ তত্ত্বের সমালোচনা করে নৃতত্ত্ববিদ সারাহ হর্ডি বলেন<sup>31</sup> - ‘(তার) এ (উদাহরণ) গুলো যৌনতার নির্বাচনকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য উপযুক্ত কারণ নয়, বরং এগুলো হতে পারে জীব-বৈচিত্র্যকে (সামাজিকভাবে) গ্রহণযোগ্য করার অনুপ্রেরণা’। এর কারণ আছে। অনেক বিজ্ঞানীই মনে করেন, যৌনতার নির্বাচনের মাধ্যমেই হোমোসেক্সুয়ালিটিকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। সমকামিতার জিন (যদি থেকে থাকে) যোগাযোগ ও সামাজিকতার উন্নয়নের ক্ষেত্রে যে উপযোগী তা বনোবো শিম্পাঞ্জীদের ক্ষেত্রে প্রমাণিত হয়েছে। মানুষের ক্ষেত্রেও এটি সত্য হতেই পারে<sup>32</sup>। আবার এমনো হতে পারে মানুষের মধ্যে ‘গে জিন’-এর ভূমিকা পুরুষ এবং স্ত্রীতে ভিন্ন হয়। ইতালীর একটি সমীক্ষার (২০০৪) কথা আমরা আগেই জেনেছি - যা থেকে বেরিয়ে এসেছে, যে প্রকরণটি পুরুষদের মধ্যে সমকামিতা ছড়াচ্ছে সেটাই মেয়েদের ক্ষেত্রে আবার উর্বরাশক্তি বাড়াচ্ছে। এছাড়া ‘কিন সিলেকশন’-তত্ত্বের সাহায্যেও সমকামিতাকে বিবর্তনীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব বলে অনেক বিজ্ঞানীই মনে করেন। ইন্টারনেটের বহুল-প্রচারিত টক-অরিজিনের<sup>33</sup> একটি লিঙ্কেও<sup>34</sup> বিবর্তনের আধুনিক তত্ত্বের মাধ্যমে সমকামিতার সম্ভাব্য ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। কাজেই যে কারনেই সমাজে হোমোসেক্সুয়ালিটির অস্তিত্ব থাকুক না কেন, এবং সেগুলোকে উপস্থাপনের সঠিক মডেল নিয়ে বিবর্তনবাদীদের মধ্যে যত বিতর্কই থাকুক না কেন (বলা বাহুল্য, বিজ্ঞানে এধরনের বিতর্ক খুবই স্বাভাবিক), এটি এখন মোটামুটি সবাই স্বীকার

<sup>30</sup> A Review by Jerry Coyne, [http://www.powells.com/review/2004\\_08\\_15.html](http://www.powells.com/review/2004_08_15.html)

<sup>31</sup> Sarah Blaffer Hrdy, Sexual diversity and the gender agenda, Nature 429, pp 19 – 21, 06 May 2004

<sup>32</sup> The evolution of human homosexual behavior. Current Anthropology 39(1): 385-413.

<sup>33</sup> Talk.Origins is a moderated Internet discussion forum concerning the origins of life and evolution. The group includes detailed and reasoned rebuttals to creationist claims. There is an expectation that any claim is to be backed up by actual evidence, preferably in the form of a peer-reviewed publication in a reputable journal.

<sup>34</sup> Index to Creationist Claims Claim CB403: Evolution does not explain homosexuality: Response: <http://www.talkorigins.org/indexcc/CB/CB403.html>

করে নিয়েছেন যে, সমকামিতার মত যৌন-প্রবৃত্তিগুলো ‘অস্বাভাবিক’ বা ‘প্রকৃতিবিরুদ্ধ’ নয়, বরং বৈজ্ঞানিক উপাত্ত ও তত্ত্বের সাহায্যেই এই ধরনের যৌন-প্রবৃত্তিগুলোকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে; জীববিজ্ঞানের আধুনিক গবেষণা কিন্তু সেদিকেই ইঙ্গিত করছে। আজ আমি যখন এ বইটি লিখতে বসেছি তখন সারা পৃথিবী জুড়ে চারশ’রও বেশি গবেষণা প্রতিষ্ঠানে ‘গে জিন’ নিয়ে গবেষণা হচ্ছে। কাজেই সমকামিতার ব্যাপারটি এখনো জীববিজ্ঞানীদের কাছে গবেষণার সজীব একটি বিষয় - যে কোন সম্ভাবনার এক অব্যাহত দুয়ার!